ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কামিল (স্নাতকোত্তর) আত-তাফসীর বিভাগ ২য় পর্ব

তাফসীর ২য় পত্র: আত তাফসীর বির রিওয়ায়াহ

مجموعة (ب) : الاسئلة الموجزة

খ অংশ: সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি

(১৫টি প্রশ্ন হতে যে-কোনো ১০টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে; মান- ৫×১০=৫০)

سورة الحج (সূরা আল হজ্জ)

২৯. ما معنى الحج؟ - [হজ্জ শব্দের অর্থ কী?]
৩০. فى اى عام حج النبى صلى الله عليه وسلم؟ - [কোন বছর মহানবী (স) হজ্জ আদায় করেছেন?]
৩১. اكتب تاريخ بناء الكعبة الشريفة بالايجاز - [কাবাগৃহ নির্মাণের ইতিহাস সংক্ষেপে লেখ।]
৩২. من يجب عليه الحج؟ - [হজ্জ কার ওপর ওয়াজিব?]
৩৩. ما حكم الحج؟ - [হজ্জের হুকুম কী?]
৩৪. كم قسما للحج؟ - [হজ্জ কত প্রকার?]
৩৫. ما المقصود بالاحرام؟ - [ইহরাম দ্বারা উদ্দেশ্য কী?]
৩৬. ما معنى السعى بين الصفا والمروة؟ - [সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ-এর অর্থ কী?]
৩৭. ما حكم الوقوف بعرفة؟ - [আরাফায় অবস্থানের হুকুম কী?]
৩৮. ما معنى حلق الراس او التقصير؟ - [মাথা মুড়ানো বা চুল ছোট করার অর্থ কী?]
৩৯. ما معنى طواف الوداع؟ - [তাওয়াফুল বিদা'-এর অর্থ কী?]
৪০. ما هى مناسك الحج؟ - [মানাসিকুল হজ্জ কী?]
৪১. ما المقصود بالتلبية؟ - [তালবিয়াহ দ্বারা উদ্দেশ্য কী?]
৪২. لماذا سميت السورة بسورة الحج؟ - [সূরাটির নাম 'সূরাতুল হজ্জ' কেন রাখা হয়েছে?]
৪৩. لماذا ذكر الله يوم القيامة فى اول السورة؟ - [আল্লাহ তায়ালা কেন সূরাটির শুরুতেই কেয়ামত দিবসের কথা উল্লেখ করেছেন?]

৪৪. كيف وصف الله اهوال يوم القيامة؟ - [আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের ভয়াবহতা কীভাবে বর্ণনা করেছেন?]
৪৫. كيف يحيى الله الارض بعد موتها؟ - [আল্লাহ কীভাবে মৃত পৃথিবীকে পুনরায় জীবিত করেন?]
৪৬. ما المراد بقوله تعالى "ان زلزلة الساعة شيء عظيم"؟ - [আল্লাহ তায়ালার বাণী ان زلزلة الساعة شيء عظيم-এর দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?]
৪৭. ما جزاء الذين امنوا وعملوا الصالحات؟ - [যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে, তাদের পুরস্কার কী?]
৪৮. لمن اذن الله بالقتال فى سورة الحج؟ - [সূরা আল হজ্জে আল্লাহ তায়ালা কাদেরকে যুদ্ধ করার অনুমতি দিয়েছেন?]
৪৯. ما المراد بقوله تعالى "ان الله يفعل ما يريد"؟ - [আল্লাহ তায়ালার বাণী ان الله يفعل ما يريد-এর অর্থ কী?]
৫০. ماذا اعد الله للذين يجادلون بغير علم؟ - [যারা জ্ঞান ছাড়া তর্ক-বিতর্ক করে, আল্লাহ তাদের জন্য কী শাস্তি প্রস্তুত করেছেন?]
৫১. ما المراد بقوله تعالى "ذلك هو خسران المبين"؟ - [আল্লাহ তায়ালার বাণী ذلك هو خسران المبين-এর দ্বারা কী উদ্দেশ্য?]
৫২. ما معنى الشرك لغة واصطلاحا؟ - [شرك-এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ কী?]
৫৩. ما المراد بقوله تعالى "وهدوا الى صراط الحميد"؟ - [আল্লাহ তায়ালার বাণী وهدوا الى صراط الحميد-এর দ্বারা উদ্দেশ্য কী?]
৫৪. ما معنى التقوى لغة وشرعا؟ - [تقوى শব্দের আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী?]
৫৫. ما المراد بقوله تعالى "فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور"؟ - [আল্লাহ তায়ালার বাণী فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور একথার অর্থ কী?]
৫৬. من هم المخبتون؟ - [المخبتون কারা?]
৫৭. ما المراد بقوله تعالى "ان الانسان لكفور"؟ - [আল্লাহ তায়ালার বাণী ان الانسان لكفور দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?]
৫৮. من هم القانع والمعتر؟ - [القانع ও المعتر কারা?]

৫৯. ؟ما معنى قوله تعالى "انك لعلى هدى مستقيم" - [আল্লাহ তায়ালার বাণী انك لعلى هدى مستقيم-এর অর্থ কী?]
৬০. ؟ما معنى الجهاد؟ وما المراد بقوله تعالى "حق جهاده" - [جهاد শব্দের অর্থ কী? আল্লাহ তায়ালার বাণী حق جهاده দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?]
৬১. ؟ما المراد بقوله تعالى "ما قدروا الله حق قدره" - [আল্লাহ তায়ালার বাণী ما قدروا الله حق قدره-এর দ্বারা উদ্দেশ্য কী?]

খ বিভাগ: সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (সূরা আল হজ্জ)

২৯. হজ্জ শব্দের অর্থ কী? (ما معنى الحج؟)

উত্তর:

ভূমিকা: হজ্জ ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম একটি স্তম্ভ। এটি একটি আর্থিক ও শারীরিক ইবাদত।

আভিধানিক অর্থ:

আরবি 'হজ্জ' (الحج) শব্দটি 'হাজ্জা' (حج) ধাতু থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ হলো:

১. সংকল্প করা বা ইচ্ছা করা (الْقَصْدُ)।

২. বারবার যাতায়াত করা।

৩. কোনো সম্মানিত স্থানের জিয়ারত বা দর্শনের ইচ্ছা করা।

যেহেতু হাজিরা বারবার আল্লাহর ঘরের দিকে গমন করেন এবং জিয়ারতের সংকল্প করেন, তাই একে হজ্জ বলা হয়।

পারিভাষিক সংজ্ঞা:

শরিয়তের পরিভাষায়:

قَصْدُ بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ لِأَدَاءِ مَنَاسِكِ الْحَجِّ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ

অর্থ: "নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট নিয়মে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পবিত্র বাইতুল্লাহ বা কাবা শরিফ জিয়ারত করা এবং আনুষঙ্গিক কার্যাবলি সম্পাদন করাকে হজ্জ বলে।"

আল্লামা জুরজানি (রহ.) বলেন, "হজ্জ হলো ইহরাম বেঁধে আরাফাতে অবস্থান করা এবং বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করা।"

উপসংহার:

সুতরাং, হজ্জ হলো আল্লাহর প্রেমে ঘরবাড়ি ছেড়ে নির্দিষ্ট সময়ে কাবার পানে ছুটে যাওয়া এবং নির্দিষ্ট কিছু আমল পালন করা।

৩০. কোন বছর মহানবী (স) হজ্জ আদায় করেছেন? (فى اى عام حج النبى (صلى الله عليه وسلم؟

উত্তর:

ভূমিকা: মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর জীবনে একাধিকবার ওমরাহ পালন করলেও হজ্জ পালন করেছিলেন মাত্র একবার, যা 'বিদায় হজ্জ' নামে পরিচিত।

হজ্জ পালনের বছর:

হিজরি সনের গণনামতে, হজ্জ ফরজ হয় ৯ম হিজরিতে। কিন্তু মহানবী (সা.) সেই বছর হযরত আবু বকর (রা.)-কে 'আমিরুল হজ্জ' বা হজ্জের নেতা বানিয়ে মক্কায় পাঠিয়েছিলেন।

নবীজি (সা.) নিজে হজ্জ আদায় করেন ১০ম হিজরি সনে।

বিদায় হজ্জ:

১০ম হিজরির জিলকদ মাসে তিনি লক্ষাধিক সাহাবি নিয়ে মদিনা থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হন। জিলহজ্জ মাসে তিনি হজ্জের যাবতীয় আহকাম পালন করেন এবং আরাফাতের ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। যেহেতু এর অল্প কিছুদিন পরেই তিনি ইন্তেকাল করেন, তাই এই হজ্জকে 'হজ্জাতুল বিদা' বা বিদায় হজ্জ বলা হয়।

উপসংহার:

রাসূলুল্লাহ (সা.) ১০ম হিজরিতে জীবনে একবারই হজ্জ পালন করেন এবং এর মাধ্যমে উম্মতকে হজ্জের বাস্তব নিয়ম-কানুন শিক্ষা দিয়ে যান।

---

৩১. কাবাগৃহ নির্মাণের ইতিহাস সংক্ষেপে লেখ। (اكتب تاريخ بناء الكعبة الشريفة بالايجاز)

উত্তর:

ভূমিকা: পবিত্র কাবা পৃথিবীর বুকে নির্মিত আল্লাহর প্রথম ঘর। এর নির্মাণের ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন ও বরকতময়।

নির্মাণের ইতিহাস:

ঐতিহাসিক বর্ণনামতে, কাবা শরিফ মোট ১০ বার বা মতান্তরে ১২ বার পুনর্নির্মিত হয়েছে। প্রধান পর্যায়গুলো হলো:

১. ফেরেশতা বা আদম (আ.): সর্বপ্রথম ফেরেশতারা অথবা হযরত আদম (আ.) আল্লাহর নির্দেশে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে এই ঘর নির্মাণ করেন। নূহ (আ.)-এর প্লাবনের সময় এই ঘর আকাশে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছিল বা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

২. ইব্রাহিম ও ইসমাইল (আ.): পরবর্তীতে আল্লাহর নির্দেশে হযরত ইব্রাহিম (আ.) ও তাঁর পুত্র ইসমাইল (আ.) পুরনো ভিত্তির ওপর পুনরায় কাবা নির্মাণ করেন। কুরআন মজিদে এর উল্লেখ আছে: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ (যখন ইব্রাহিম ও ইসমাইল বাইতুল্লাহর ভিত্তি উঠাচ্ছিল)।

৩. কুরাইশদের নির্মাণ: মহানবী (সা.)-এর নবুওয়াতের পূর্বে কুরাইশরা কাবা সংস্কার করে। এই নির্মাণকাজে নবীজিও অংশ নিয়েছিলেন এবং 'হাজরে আসওয়াদ' স্থাপন করেছিলেন।

উপসংহার:

কাবা শরিফ তাওহীদের প্রতীক। যুগে যুগে এই ঘর আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষ্য বহন করে আসছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত তা অক্ষুণ্ন থাকবে।

---

৩২. হজ্জ কার ওপর ওয়াজিব? (من يجب عليه الحج؟)

উত্তর:

ভূমিকা: হজ্জ সবার ওপর ফরজ নয়, বরং নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের ওপর হজ্জ ফরজ হয়।

হজ্জ ওয়াজিব বা ফরজ হওয়ার শর্তাবলি:

হজ্জ ফরজ হওয়ার জন্য ৫টি মৌলিক শর্ত রয়েছে:

১. মুসলিম হওয়া: অমুসলিমের ওপর হজ্জ ফরজ নয়।

২. স্বাধীন হওয়া: দাস-দাসীর ওপর হজ্জ ফরজ নয়।

৩. জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া (আকেল): পাগলের ওপর হজ্জ ফরজ নয়।

৪. প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া (বালেগ): অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর ওপর হজ্জ ফরজ নয়।

৫. সামর্থ্য থাকা (ইস্তিতা'আ): শারীরিক ও আর্থিকভাবে মক্কায় আসা-যাওয়ার ক্ষমতা থাকা। আল্লাহ বলেন:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

অর্থ: "মানুষের মধ্যে যারা সেখানে পৌঁছার সামর্থ্য রাখে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ওই গৃহের হজ্জ করা তাদের ওপর আবশ্যক।" (সূরা আলে ইমরান: ৯৭)

এছাড়া মহিলাদের জন্য 'মাহরাম' পুরুষ সঙ্গী থাকা হানাফি মাজহাবে হজ্জ ফরজ হওয়ার অন্যতম শর্ত।

উপসংহার:

যার কাছে মক্কায় গিয়ে হজ্জ পালন করে ফিরে আসা পর্যন্ত পরিবারের ভরণপোষণের খরচ আছে এবং দৈহিক সুস্থতা আছে, তার ওপর জীবনে একবার হজ্জ করা ফরজ।

---

৩৩. হজ্জের হুকুম কী? (ما حكم الحج؟)

উত্তর:

ভূমিকা: ইসলামে প্রতিটি ইবাদতের একটি নির্দিষ্ট শরিয়তি হুকুম বা বিধান রয়েছে। হজ্জ ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ।

শরয়ী হুকুম:

শর্তসাপেক্ষে সামর্থ্যবান বা ধনী ব্যক্তিদের জন্য জীবনে একবার হজ্জ করা 'ফরজে আইন' (আবশ্যকীয় কর্তব্য)। এটি অকাট্য দলিল (কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা) দ্বারা প্রমাণিত।

- কেউ যদি হজ্জের ফরজ হওয়াকে অস্বীকার করে, তবে সে কাফের হয়ে যাবে।

- আর যদি কেউ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ আদায় না করে মারা যায়, তবে সে ফাসিক ও কবিরা গুনাহগার হিসেবে গণ্য হবে। হাদিসে এসেছে, "সামর্থ্য থাকার পরও যে হজ্জ করল না, সে ইহুদি হয়ে মরল না খ্রিস্টান হয়ে মরল, তাতে আমার কিছু আসে যায় না।" (তিরমিজি)

প্রকারভেদ:

- **ফরজ:** জীবনে একবার।
- **নফল:** একারের বেশি যতবার করা হয়, তা নফল হিসেবে গণ্য হবে এবং এর জন্য বিপুল সওয়াব রয়েছে।

উপসংহার:

হজ্জ ইসলামের অন্যতম বুনিয়াদ। সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য বিলম্ব না করে দ্রুত হজ্জ আদায় করা ওয়াজিব।

---

৩৪. হজ্জ কত প্রকার? (كم قسما للحج؟)

উত্তর:

ভূমিকা: ইহরাম বা নিয়ত বাঁধার পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে হজ্জকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

হজ্জের প্রকারভেদ:

১. হজ্জে ইফরাদ (حج الإفراد): ওমরাহ ছাড়া শুধুমাত্র হজ্জের নিয়তে ইহরাম বাঁধা এবং হজ্জের কাজগুলো সম্পন্ন করা। মক্কাবাসী বা 'আহলে মক্কা' সাধারণত এই হজ্জ করে থাকেন।

২. হজ্জে কিরান (حج القران): একই ইহরামে হজ্জ ও ওমরাহ—উভয়ের নিয়ত করা এবং একই সাথে তা পালন করা। এতে ওমরাহ শেষ করে ইহরাম খোলা যায় না, হজ্জ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ইহরাম অবস্থায় থাকতে হয়। এটি সবচেয়ে কষ্টসাধ্য কিন্তু ফজিলতপূর্ণ হজ্জ।

৩. হজ্জে তামাত্তু (حج التمتع): হজ্জের মাসসমূহে (শাওয়াল, জিলকদ, জিলহজ্জ) প্রথমে ওমরার নিয়তে ইহরাম বেঁধে মক্কায় গিয়ে ওমরাহ পালন করে ইহরাম খুলে ফেলা। এরপর জিলহজ্জ মাসের ৮ তারিখে মক্কা থেকে পুনরায় হজ্জের জন্য নতুন করে ইহরাম বাঁধা। বহির্বিশ্ব থেকে আগত হাজিরা সাধারণত এই হজ্জ করে থাকেন।

উপসংহার:

হজ্জের এই তিন প্রকারের মধ্যে হানাফি মাজহাবে 'হজ্জে কিরান' সর্বোত্তম, এরপর তামাত্তু এবং তারপর ইফরাদ।

---

৩৫. ইহরাম দ্বারা উদ্দেশ্য কী? (ما المقصود بالاحرام؟)

উত্তর:

ভূমিকা: হজ্জ বা ওমরার প্রবেশদ্বার হলো ইহরাম। নামাজে যেমন 'তাকবিরে তাহরিমা' থাকে, তেমনি হজ্জে 'ইহরাম' থাকে।

শাব্দিক অর্থ:

'ইহরাম' (الإحرام) অর্থ কোনো কিছুকে নিজের ওপর হারাম করে নেওয়া।

পারিভাষিক অর্থ:

শরিয়তের পরিভাষায়, হজ্জ বা ওমরাহ অথবা উভয়ের নিয়তে তালবিয়া (লাব্বাইক) পাঠের মাধ্যমে হজ্জের কার্যক্রম শুরু করাকে ইহরাম বলে। ইহরাম বাঁধার পর হজ্জকারী ব্যক্তির ওপর সাধারণ অবস্থায় বৈধ এমন অনেক কাজ (যেমন—সেলাই করা কাপড় পরা, সুগন্ধি ব্যবহার, চুল-নখ কাটা, স্ত্রী সহবাস ইত্যাদি) হারাম হয়ে যায়।

ইহরামের কাপড়:

পুরুষদের জন্য ইহরামের কাপড় হলো দুটি সেলাইবিহীন সাদা চাদর (লুঙ্গি ও চাদর)। নারীদের জন্য তাদের স্বাভাবিক শালীন পোশাকই ইহরাম, তবে তারা মুখমণ্ডল খোলা রাখবে (পরপুরুষের সামনে পর্দা বজায় রেখে)।

উপসংহার:

ইহরাম কেবল বিশেষ পোশাক পরা নয়, বরং এটি আল্লাহর দরবারে হাজির হওয়ার এক পবিত্র সংকল্প ও আধ্যাত্মিক অবস্থা।

---

৩৬. সাফা ও মারওয়ার মাঝে 'সায়ী'-এর অর্থ কী? (ما معنى السعى بين الصفا والمروة؟)

উত্তর:

ভূমিকা: হজ্জ ও ওমরার অন্যতম ওয়াজিব কাজ হলো সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝে দৌড়ানো বা হাঁটা। একে 'সাঈ' বলা হয়।

অর্থ ও তাৎপর্য:

'সাঈ' (السعي) শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো দৌড়ানো, চেষ্টা করা বা দ্রুত হাঁটা।

পারিভাষিক অর্থে, সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী নির্দিষ্ট স্থানে সাতবার প্রদক্ষিণ করাকে সাঈ বলে। এটি সাফা থেকে শুরু হয়ে মারওয়ায় গিয়ে শেষ হয়।

ঐতিহাসিক পটভূমি:

হযরত হাজেরা (আ.) শিশু ইসমাইল (আ.)-এর পানির পিপাসা মেটানোর জন্য এই দুই পাহাড়ের মাঝে সাতবার দৌড়াদৌড়ি করেছিলেন। আল্লাহর কাছে তাঁর এই ব্যাকুল প্রচেষ্টা এত পছন্দ হয়েছিল যে, তিনি একে কেয়ামত পর্যন্ত হাজিদের জন্য ইবাদত হিসেবে সাব্যস্ত করে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ

অর্থ: "নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত।" (সূরা বাকারা: ১৫৮)

উপসংহার:

সাঈ মুমিনের জীবনে আল্লাহর রহমত তালাশ করার প্রচেষ্টার প্রতীক।

৩৭. আরাফায় অবস্থানের হুকুম কী? (ما حكم الوقوف بعرفة؟)

উত্তর:

ভূমিকা: হজ্জের মূল রোকন বা প্রধান কাজ হলো আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা। রাসূল (সা.) বলেছেন, "হজ্জ হলো আরাফাহ।" (الحج عرفة)

শরিয়তি হুকুম:

৯ জিলহজ্জ দ্বিপ্রহরের পর (সূর্য ঢলার পর) থেকে ১০ জিলহজ্জ সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত যেকোনো সময় আরাফাতের ময়দানে সামান্য সময়ের জন্য হলেও অবস্থান করা হজ্জের 'ফরজে আজম' বা সবচেয়ে বড় ফরজ।

যদি কেউ এই সময়ের মধ্যে আরাফাতে উপস্থিত হতে ব্যর্থ হয়, তবে তার হজ্জ বাতিল বলে গণ্য হবে এবং তাকে পরবর্তী বছর কাজা করতে হবে। এর কোনো কাফফারা বা দম (পশু জবাই) দিয়ে ক্ষতিপূরণ হয় না।

তাৎপর্য:

এই ময়দানে অবস্থান করে বান্দা আল্লাহর কাছে তওবা ও ফরিয়াদ করে। এটি হাশরের ময়দানের এক ক্ষুদ্র নমুনা।

উপসংহার:

আরাফাতে অবস্থান ছাড়া হজ্জ হয় না। তাই হাজিদের মূল লক্ষ্য থাকে ৯ জিলহজ্জ আরাফাতের ময়দানে হাজিরা দেওয়া।

---

৩৮. মাথা মুড়ানো বা চুল ছোট করার অর্থ কী? (ما معنى حلق الراس او التقصير؟)

উত্তর:

ভূমিকা: হজ্জ বা ওমরার কাজ শেষ করার পর ইহরাম থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য চুল কাটা আবশ্যক। একে শরিয়তের পরিভাষায় 'হলক' বা 'কাসর' বলা হয়।

হলক (الحلق):

এর অর্থ হলো মাথা মুণ্ডানো বা ক্ষুর দিয়ে মাথার সব চুল চেঁছে ফেলা। পুরুষদের জন্য এটি উত্তম। রাসূলুল্লাহ (সা.) মাথা মুণ্ডনকারীদের জন্য তিনবার মাগফিরাতের দোয়া করেছেন এবং চুল ছোটকারীদের জন্য একবার।

কাসর বা তাকসির (التقصير):

এর অর্থ হলো মাথার চুল ছোট করা বা ছাঁটা। অন্তত এক আঙুল পরিমাণ চুল ছোট করতে হয়। মহিলারা তাদের চুলের আগা থেকে এক ইঞ্চি পরিমাণ কাটবে, তাদের জন্য মাথা মুণ্ডানো নিষেধ।

হুকুম:

এটি হজ্জ ও ওমরার একটি ওয়াজিব আমল। ১০ জিলহজ্জ কোরবানি করার পর হাজিরা চুল কেটে ইহরাম থেকে হালাল হন।

উপসংহার:

চুল কাটার মাধ্যমে বান্দা তার বাহ্যিক সৌন্দর্য আল্লাহর হুকুমের সামনে বিলিয়ে দেয় এবং গুনাহ থেকে পবিত্র হওয়ার প্রতীকী ঘোষণা দেয়।

---

৩৯. 'তাওয়াফে বিদা'-এর অর্থ কী? (ما معنى طواف الوداع؟)

উত্তর:

ভূমিকা: হজ্জের যাবতীয় কার্যাবলি শেষে মক্কা ত্যাগ করার পূর্বে বাইতুল্লাহর সাথে শেষ সাক্ষাৎ করাকে বিদায়ী তাওয়াফ বা 'তাওয়াফ আল-বিদা' বলা হয়।

অর্থ ও হুকুম:

'বিদা' অর্থ বিদায়। মক্কার বাইরের (আফাকি) হাজিদের জন্য দেশে ফেরার আগে সর্বশেষ আমল হিসেবে কাবা ঘরকে সাতবার চক্কর দেওয়া বা তাওয়াফ করা ওয়াজিব। একে 'তাওয়াফ সাদার'ও বলা হয়।

মহিলাদের ঋতুস্রাব বা হায়েজ অবস্থায় থাকলে তাদের ওপর থেকে এই তাওয়াফ মাফ হয়ে যায়। কিন্তু পবিত্র অবস্থায় কেউ যদি ইচ্ছে করে তা ছেড়ে দেয়, তবে তাকে 'দম' বা কোরবানি দিতে হবে।

তাৎপর্য:

এটি মেহমানের পক্ষ থেকে মেজবানের (আল্লাহর ঘরের) কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার একটি শিষ্টাচার। হাজিরা চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে আবার ফিরে আসার আকুতি জানিয়ে বিদায় নেন।

উপসংহার:

তাওয়াফে বিদা হলো হজ্জের পরিসমাপ্তি এবং আল্লাহর ঘরের প্রতি ভালোবাসার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ।

---

৪০. মানাসিকুল হজ্জ কী? (ما هى مناسك الحج؟)

উত্তর:

ভূমিকা: হজ্জ আদায় করার জন্য নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম-কানুন ও ধারাবাহিক কাজ রয়েছে, এগুলোকে একত্রে 'মানাসিকুল হজ্জ' বা হজ্জের আহকাম বলা হয়।

মানাসিক বা কার্যাবলি:

হজ্জের প্রধান কাজগুলো তিন ভাগে বিভক্ত:

১. ফরজ (৩টি):

- ইহরাম বাঁধা।
- ৯ জিলহজ্জ আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা।
- তাওয়াফে জিয়ারত করা (১০-১২ জিলহজ্জের মধ্যে)।

২. **ওয়াজিব (৭টি):**

- মুজদালিফায় রাত্রি যাপন।
- সাফা-মারওয়ায় সাঈ করা।
- শয়তানকে (জামারাতে) পাথর মারা।
- কোরবানি করা (কিরান ও তামাত্তু হজ্জকারীর জন্য)।

- মাথা মুণ্ডানো বা চুল ছাঁটা।
- বিদায়ী তাওয়াফ করা।
- সাফা-মারওয়া সাঈর আগে তাওয়াফ করা।

৩. **সুন্নাত:** এর বাইরে অনেক সুন্নাত ও মুস্তাহাব আমল রয়েছে (যেমন—মিনা ও আরাফাতে খুতবা শোনা, মক্কায় প্রবেশের সময় গোসল করা ইত্যাদি)।

উপসংহার:

এই 'মানাসিক' বা পদ্ধতিগুলো মহানবী (সা.) যেভাবে শিখিয়ে দিয়েছেন, ঠিক সেভাবে আদায় করাই হলো হজ্জের দাবি। আল্লাহ বলেন, "তোমরা আমার কাছ থেকে তোমাদের হজ্জের নিয়ম-কানুন শিখে নাও।"

---

৪১. 'তালবিয়া' দ্বারা উদ্দেশ্য কী? (ما المقصود بالتلبية؟)

উত্তর:

ভূমিকা: হজ্জ ও ওমরার সময় ইহরাম অবস্থায় যে বিশেষ জিকির বা ঘোষণা পাঠ করা হয়, তাকে 'তালবিয়া' বলে। এটি আল্লাহর দরবারে বান্দার উপস্থিতির ঘোষণা।

অর্থ ও সংজ্ঞা:

'তালবিয়া' (التلبية) শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো ডাকে সাড়া দেওয়া বা উপস্থিত হওয়া।

পারিভাষিক অর্থে, হজ্জ বা ওমরার ইহরাম বাঁধার পর থেকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত উচ্চস্বরে "লাব্বাইক" (আমি হাজির) ধ্বনি উচ্চারণ করাকে তালবিয়া বলে।

তালবিয়ার বাক্য:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ

অর্থ: "আমি হাজির হে আল্লাহ! আমি হাজির। আমি হাজির, তোমার কোনো শরিক নেই, আমি হাজির। নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা ও নিয়ামত একমাত্র তোমারই এবং রাজত্বও তোমার। তোমার কোনো শরিক নেই।"

হুকুম:

হানাফি মাজহাবে ইহরাম বাঁধার সময় অন্তত একবার তালবিয়া পাঠ করা শর্ত। এরপর পুরুষরা উচ্চস্বরে এবং মহিলারা নিম্নস্বরে বারবার এটি পাঠ করবে।

---

৪২. সূরাটির নাম 'সূরাতুল হজ্জ' কেন রাখা হয়েছে? (لماذا سميت السورة بسورة الحج؟)

উত্তর:

ভূমিকা: সূরা আল হজ্জ কুরআনের ২২তম সূরা। নামকরণের ক্ষেত্রে সাধারণত সূরার প্রধান আলোচ্য বিষয় বা বিশেষ কোনো শব্দের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়।

নামকরণের কারণ:

এই সূরাটিকে 'সূরা আল হজ্জ' নামকরণ করার প্রধান কারণ হলো, এই সূরায় হজ্জের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, হজ্জ ফরজ হওয়ার ঘোষণা এবং হজ্জের আহকাম ও মানাসিক (নিয়ম-কানুন) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা হযরত ইব্রাহিম (আ.)-কে হজ্জের ঘোষণা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যা এই সূরার ২৭ নম্বর আয়াতে উল্লেখ আছে:

وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ

অর্থ: "আর মানুষের নিকট হজ্জের ঘোষণা করে দাও।"

যেহেতু ইসলামের এই মহান স্তম্ভের বিশদ বিবরণ এখানে এসেছে, তাই এর নাম 'সূরাতুল হজ্জ'।

---

৪৩. আল্লাহ তায়ালা কেন সূরাটির শুরুতেই কেয়ামত দিবসের কথা উল্লেখ করেছেন? (لماذا ذكر الله يوم القيامة فى اول السورة؟)

উত্তর:

ভূমিকা: সূরা আল হজ্জের প্রথম আয়াতটিই কেয়ামতের প্রকম্পন নিয়ে। হজ্জের সূরায় কেয়ামতের আলোচনা আসার পেছনে গভীর হেকমত রয়েছে।

হেকমতসমূহ:

১. সাদৃশ্য: হজ্জের দৃশ্যের সাথে কেয়ামতের ময়দানের অনেক মিল রয়েছে। আরাফাতের ময়দানে লক্ষ লক্ষ মানুষ সেলাইবিহীন সাদা কাপড় পরে, ভেদাভেদ ভুলে আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হয়—যা হাশরের ময়দানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তাই হজ্জের আলোচনায় কেয়ামতের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

২. গাফিলতি দূর করা: মানুষ যেন দুনিয়ার মোহে পড়ে আখেরাত ভুলে না যায়। হজ্জের সফরের কষ্ট সহ্য করে তারা যেন আখেরাতের অনন্ত সফরের প্রস্তুতি নেয়।

৩. তাকওয়া সৃষ্টি: হজ্জের মূল উদ্দেশ্য হলো তাকওয়া। আর কেয়ামতের ভয়াবহতার কথা স্মরণ করলেই মানুষের অন্তরে তাকওয়া বা খোদাভীতি সৃষ্টি হয়।

---

৪৪. আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের ভয়াবহতা কীভাবে বর্ণনা করেছেন? (كيف وصف الله اهوال يوم القيامة؟)

উত্তর:

ভূমিকা: সূরা আল হজ্জের শুরুতে 'যালযালাতুস সাআহ' বা কেয়ামতের ভূমিকম্পের যে চিত্র আঁকা হয়েছে, তা অত্যন্ত লোমহর্ষক।

ভয়াবহতার বর্ণনা:

আল্লাহ বলেন:

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ

অর্থ: "যেদিন তোমরা তা দেখবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদানকারী মা তার দুগ্ধপায়ী সন্তানকে ভুলে যাবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করে ফেলবে।" (আয়াত: ২)

১. মায়ের বিস্মৃতি: সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসা সবচেয়ে গভীর। কিন্তু কেয়ামতের ভয় এতটাই তীব্র হবে যে, মা তার কোলের শিশুকে দুধ খাওয়ানো অবস্থায় ফেলে পালাবে।

২. মাতাল অবস্থা: মানুষকে দেখে মনে হবে তারা নেশাগ্রস্ত বা মাতাল, কিন্তু আসলে তারা মাতাল নয়; বরং আল্লাহর কঠিন আজাবের ভয়ে তারা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়বে (وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ)।

---

৪৫. আল্লাহ কীভাবে মৃত পৃথিবীকে পুনরায় জীবিত করেন? (كيف يحيى الله الارض بعد موتها؟)

উত্তর:

ভূমিকা: পুনরুত্থান বা মৃত্যুর পর জীবন যে সত্য, তার প্রমাণ হিসেবে আল্লাহ তায়ালা প্রকৃতির উদাহরণ পেশ করেছেন।

প্রক্রিয়া:

আল্লাহ বলেন, তুমি ভূমিকে দেখবে শুষ্ক ও মৃত (হামিদাহ)। এরপর যখন তিনি আকাশ থেকে পানি (বৃষ্টি) বর্ষণ করেন, তখন তিনটি ধাপে পরিবর্তন ঘটে:

১. ইহতাযযাত (اهْتَزَّتْ): জমিন সজীব হয়ে নড়ে ওঠে বা স্পন্দিত হয়।

২. রাবাত (وَرَبَتْ): জমিন ফুলে ওঠে বা স্ফীত হয় (পানির সংমিশ্রণে)।

৩. আনবাতাত (وَأَنبَتَتْ): অবশেষে তা সব ধরনের সুদৃশ্য ও জোড়ায় জোড়ায় উদ্ভিদ উৎপন্ন করে।

শিক্ষা:

যিনি মৃত মাটি থেকে সজীব ফসল বের করতে পারেন, তিনি পচে যাওয়া হাড় থেকেও মানুষকে পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম।

৪৬. আল্লাহ তায়ালার বাণী "ان زلزلة الساعة شيء عظيم"-এর দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? (ما المراد بقوله تعالى " ان زلزلة الساعة شيء عظيم ؟ ")

উত্তর:

ভূমিকা: এটি সূরা হজ্জের প্রথম আয়াতের অংশ। এখানে কেয়ামতের প্রারম্ভিক মহাবিপদ সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা:

১. যালযালাহ (زلزلة): এর অর্থ প্রচণ্ড ভূমিকম্প বা প্রকম্পন। কেয়ামত শুরু হবে শিঙায় ফুঁ দেওয়ার মাধ্যমে, যার ফলে পৃথিবী ভীষণভাবে কেঁপে উঠবে। পাহাড়-পর্বত ধূলিকণার মতো উড়বে।

২. শাইউন আজিম (شَيْءٌ عَظِيمٌ): আল্লাহ এই ঘটনাকে 'বিশাল ব্যাপার' বা 'মারাত্মক বিষয়' বলেছেন। অর্থাৎ, এটি সাধারণ কোনো ভূমিকম্প নয়। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা পরিমাপ করা সম্ভব নয়। এটি এমন এক বিপর্যয় যা মহাবিশ্বের সবকিছু ওলট-পালট করে দেবে।

৩. উদ্দেশ্য: মানুষকে এই চরম মুহূর্তটির জন্য প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানানো।

---

৪৭. যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে, তাদের পুরস্কার কী? (ما جزاء الذين امنوا وعملوا الصالحات؟)

উত্তর:

ভূমিকা: কুরআনের রীতি হলো, আজাবের বর্ণনার পাশাপাশি নেককারদের পুরস্কারের কথাও উল্লেখ করা। সূরা হজ্জেও মুমিনদের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।

পুরস্কার:

আল্লাহ বলেন:

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

অর্থ: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে; যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত।" (আয়াত: ২৩)

১. জান্নাতের নিয়ামত: তারা সেখানে স্বর্ণের ও মুক্তার কঙ্কন বা চুড়ি দ্বারা অলঙ্কৃত হবে।

২. রাজকীয় পোশাক: তাদের পোশাক হবে রেশমের (وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ)।

৩. প্রশংসিত জীবন: তারা সেখানে কোনো কটূক্তি শুনবে না, কেবল পবিত্র ও প্রশংসিত বাক্য শুনবে।

---

৪৮. সূরা আল হজ্জে আল্লাহ তায়ালা কাদেরকে যুদ্ধ করার অনুমতি দিয়েছেন? (لمن اذن الله بالقتال فى سورة الحج؟)

উত্তর:

ভূমিকা: ইসলামের ইতিহাসে মক্কী জীবনে মুসলমানরা কেবল নির্যাতিত হয়েছে, যুদ্ধের অনুমতি ছিল না। সূরা হজ্জের ৩৯ নম্বর আয়াতে সর্বপ্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধের অনুমতি দেওয়া হয়।

যাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে:

আল্লাহ বলেন:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا

অর্থ: "যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে, তাদেরকে (যুদ্ধের) অনুমতি দেওয়া হলো, কারণ তারা মজলুম।"

১. মজলুম সাহাবিগণ: মক্কার কাফেররা যাদের অন্যায়ভাবে ঘরবাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল এবং কেবল 'রব আল্লাহ' বলার অপরাধে নির্যাতন করত, সেই মুহাজির সাহাবিদের যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়।

২. শর্ত: এই অনুমতি ছিল আত্মরক্ষামূলক এবং অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য। এটি কোনো আগ্রাসী যুদ্ধের নির্দেশ ছিল না।

---

৪৯. আল্লাহ তায়ালার বাণী "ان الله يفعل ما يريد"-এর অর্থ কী? (ما المراد بقوله تعالى " ان الله يفعل ما يريد " ؟)

উত্তর:

ভূমিকা: আল্লাহর কুদরত ও ইচ্ছাশক্তি অসীম। এই আয়াতটি আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ।

অর্থ ও ব্যাখ্যা:

إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ অর্থ: "নিশ্চয়ই আল্লাহ যা ইচ্ছা তা-ই করেন।"

১. একচ্ছত্র ক্ষমতা: আল্লাহ কারো কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নন। তিনি চাইলে কাউকে জান্নাতে দেন, চাইলে কাউকে জাহান্নামে দেন। কাউকে সম্মানিত করেন, কাউকে অপমানিত করেন।

২. নিয়মের ঊর্ধ্বে: প্রকৃতির নিয়ম আল্লাহরই তৈরি, কিন্তু তিনি চাইলে সেই নিয়ম ভাঙতেও পারেন (যেমন—আগুনকে ইব্রাহিম আ.-এর জন্য শীতল করা)।

৩. তাৎপর্য: মুমিনদের জন্য এটি ভরসার বিষয় যে, তাদের রব সর্বশক্তিমান। আর কাফেরদের জন্য এটি ভীতির কারণ।

---

৫০. যারা জ্ঞান ছাড়া তর্ক-বিতর্ক করে, আল্লাহ তাদের জন্য কী শাস্তি প্রস্তুত করেছেন? (ماذا اعد الله للذين يجادلون بغير علم؟)

উত্তর:

ভূমিকা: একদল মানুষ অজ্ঞতাবশত বা অহংকার করে আল্লাহর দ্বীন নিয়ে বিতর্ক করে। সূরা হজ্জের ৩ ও ৮ নম্বর আয়াতে তাদের কঠোর শাস্তির কথা বলা হয়েছে।

শাস্তি:

আল্লাহ বলেন, তাদের জন্য তিনি প্রস্তুত রেখেছেন:

১. দুনিয়ায় লাঞ্ছনা: তাদের অন্তরে সত্যের আলো পৌঁছাবে না এবং শয়তান তাদের বিভ্রান্ত করতেই থাকবে।

২. আখেরাতে আজাব: আল্লাহ বলেন:

وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ

অর্থ: “আর কেয়ামতের দিন আমি তাকে দহন যন্ত্রণা বা জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি আস্বাদন করাব।” (আয়াত: ৯)

৩. পথভ্রষ্টতা: তাদের ভাগ্যে লিখে দেওয়া হয়েছে যে, শয়তান তাদের জাহান্নামের পথে পরিচালিত করবে।

---

৫১. আল্লাহ তায়ালার বাণী "ذلك هو خسران المبين"-এর দ্বারা কী উদ্দেশ্য? (ما المراد بقوله تعالى " ذلك هو خسران المبين " ؟)

উত্তর:

ভূমিকা: যারা দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিয়ে বা সুযোগসন্ধানী হয়ে আল্লাহর ইবাদত করে, তাদের পরিণতি বোঝাতে এই বাক্যটি ব্যবহার করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য:

ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ অর্থ: “এটাই তো সুস্পষ্ট ক্ষতি।”

প্রেক্ষাপট: কিছু মানুষ ইসলামের কিনারায় দাঁড়িয়ে ইবাদত করে। যদি দুনিয়ার কোনো লাভ হয়, তবে শান্ত থাকে। আর যদি কোনো বিপদ বা পরীক্ষা আসে, তবে চেহারা উল্টে ফেলে (মুরতাদ হয়ে যায় বা দ্বীন ছেড়ে দেয়)।

ব্যাখ্যা: এরা দুনিয়াও হারাল (কারণ বিপদে ধৈর্য ধরল না) এবং আখেরাতও হারাল (ঈমান না থাকায়)। উভয় কুল হারানোকেই আল্লাহ ‘সুস্পষ্ট ক্ষতি’ বলেছেন।

---

৫২. শিরক-এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? (ما معنى الشرك لغة واصطلاحا؟)

উত্তর:

ভূমিকা: শিরক হলো তাওহীদের বিপরীত এবং ইসলামের দৃষ্টিতে সবচেয়ে বড় অপরাধ বা ‘জুলুমুন আজিম’।

আভিধানিক অর্থ:

'শিরক' (الشرك) শব্দের অর্থ অংশীদার হওয়া, শরিক করা, মিশ্রিত করা বা সমকক্ষ স্থির করা।

পারিভাষিক সংজ্ঞা:

শরিয়তের পরিভাষায়:

إِثْبَاتُ الشَّرِيكِ لِلَّهِ فِي أُلُوهِيَّتِهِ أَوْ رُبُوبِيَّتِهِ أَوْ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ

অর্থ: "আল্লাহর সত্তা (জাত), গুণাবলি (সিফাত) বা ইবাদতের ক্ষেত্রে অন্য কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ বা অংশীদার সাব্যস্ত করাকে শিরক বলে।"

যেমন—মূর্তির কাছে প্রার্থনা করা, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ গায়েব জানেন বলে বিশ্বাস করা ইত্যাদি।

---

৫৩. আল্লাহ তায়ালার বাণী "وهدوا الى صراط الحميد"-এর দ্বারা উদ্দেশ্য কী? (ما المراد بقوله تعالى " وهدوا الى صراط الحميد " ؟)

উত্তর:

ভূমিকা: জান্নাতিদের গুণাবলি বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতটি উল্লেখ করেছেন।

ব্যাখ্যা:

وَهُدُوا إِلَىٰ صِرَاطِ الْحَمِيدِ অর্থ: "এবং তাদেরকে পরিচালিত করা হয়েছিল প্রশংসিত পথে।"

১. সিরাতুল হামিদ: 'হামিদ' আল্লাহর একটি গুণবাচক নাম, যার অর্থ প্রশংসিত। 'প্রশংসিত পথ' বলতে 'ইসলাম' বা 'সিরাতুল মুস্তাকিম'-কে বোঝানো হয়েছে।

২. জান্নাতিদের বৈশিষ্ট্য: দুনিয়াতে আল্লাহ মুমিনদের ঈমান ও নেক আমলের মাধ্যমে এমন এক পথে পরিচালিত করেছেন, যার পরিণতি জান্নাত। এই পথে চলার কারণেই তারা পরকালে পুরস্কৃত হয়েছে।

৫৪. তাকওয়া শব্দের আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? (ما معنى التقوى لغة وشرعا؟)

উত্তর:

ভূমিকা: 'তাকওয়া' কুরআনের একটি কেন্দ্রীয় পরিভাষা। এটি মুমিনের আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপান।

আভিধানিক অর্থ:

'তাকওয়া' (التقوى) শব্দটি 'ওয়াকায়া' (وقاية) মূলধাতু থেকে এসেছে। এর অর্থ—বেঁচে থাকা, আত্মরক্ষা করা, ভয় করা, বা নিজেকে হেফাজত করা।

পারিভাষিক সংজ্ঞা:

শরিয়তের পরিভাষায়:

الْتَقْوَى هِيَ امْتِثَالُ أَوَامِرِ اللَّهِ وَاجْتِنَابُ نَوَاهِيهِ خَوْفًا مِنْ عَذَابِهِ وَرَجَاءً لِثَوَابِهِ

অর্থ: "আল্লাহর ভয়ে এবং তাঁর পুরস্কারের আশায় যাবতীয় আদেশ মেনে চলা এবং সকল প্রকার নিষেধ থেকে নিজেকে বিরত রাখাকে তাকওয়া বলে।"

হযরত উমর (রা.)-এর প্রশ্নের জবাবে উবাই ইবনে কাব (রা.) বলেছিলেন, "কাঁটাবন দিয়ে সাবধানে চলার নামই তাকওয়া।"

---

৫৫. আল্লাহ তায়ালার বাণী " فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور" একথার অর্থ কী? (ما المراد بقوله تعالى " فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور " ؟)

উত্তর:

ভূমিকা: হজ্জের সময় বা সাধারণ অবস্থায় তাওহীদপন্থীদের জন্য দুটি বড় পাপ বর্জনের নির্দেশ এই আয়াতে দেওয়া হয়েছে।

অর্থ ও ব্যাখ্যা:

১. মূর্তির অপবিত্রতা: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ অর্থ: "তোমরা মূর্তির অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাকো।" এখানে শিরক এবং মূর্তিপূজাকে 'রিজস' বা নোংরা অপবিত্র বস্তু বলা হয়েছে। মুমিনদের অন্তর ও পরিবেশ শিরক থেকে মুক্ত রাখতে হবে।

২. মিথ্যা কথা: وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ অর্থ: "এবং মিথ্যা কথা পরিহার করো।" মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া এবং মিথ্যা বলাকে এখানে শিরকের সাথে উল্লেখ করে এর ভয়াবহতা বোঝানো হয়েছে। রাসূল (সা.) বলেছেন, "মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াকে আল্লাহর সাথে শিরক করার সমতুল্য করা হয়েছে।"

---

৫৬. আল-মুখবিতুন কারা? (من هم المخبتون؟)

উত্তর:

ভূমিকা: সূরা হজ্জে আল্লাহ তায়ালা নবীজিকে সুসংবাদ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন 'আল-মুখবিতিন'-দের।

পরিচয়:

'আল-মুখবিতুন' (الْمُخْبِتِينَ) শব্দটি 'ইখবাত' থেকে এসেছে, যার অর্থ বিনয়ী হওয়া, নিচু হওয়া বা প্রশান্ত হওয়া।

আয়াতে আল্লাহ নিজেই তাদের ৪টি গুণের কথা উল্লেখ করেছেন:

১. আল্লাহর ভয়ে কম্পমান: যাদের সামনে আল্লাহর নাম স্মরণ করা হলে তাদের অন্তর কেঁপে ওঠে।

২. ধৈর্যশীল: যারা বিপদাপদে সবর বা ধৈর্য ধারণ করে।

৩. নামাজি: যারা সালাত কায়েম করে।

৪. দানশীল: যারা আল্লাহ প্রদত্ত রিজিক থেকে ব্যয় করে।

সুতরাং, বিনয়ী ও খোদাভীরু মুমিনরাই হলেন 'মুখবিতুন'।

---

৫৭. আল্লাহ তায়ালার বাণী "ان الانسان لكفور" দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? (ما المراد بقوله تعالى " ان الانسان لكفور " ؟)

উত্তর:

ভূমিকা: মানুষের স্বভাবজাত অকৃতজ্ঞতার প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ এই আয়াতটি বলেছেন।

ব্যাখ্যা:

إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ অর্থ: "নিশ্চয়ই মানুষ অতিশয় অকৃতজ্ঞ।"

১. প্রাণদানের পর মৃত্যু: আল্লাহ মানুষকে জীবন দিয়েছেন, আবার মৃত্যু দেবেন এবং পুনরায় জীবিত করবেন। এত ক্ষমতার অধিকারী রবের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত ছিল।

২. অস্বীকারকারী: কিন্তু অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর এই চক্রাকার সৃষ্টিপ্রক্রিয়া ও নিয়ামতকে অস্বীকার করে কুফরিতে লিপ্ত হয়। এখানে 'কাফুর' শব্দটি আধিক্য বোঝায়, অর্থাৎ তারা চরম অকৃতজ্ঞ।

---

৫৮. আল-কানি' ও আল-মু'তার কারা? (من هم القانع والمعتر؟)

উত্তর:

ভূমিকা: কোরবানির গোশত বিতরণের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা এই দুটি শ্রেণীর মানুষের কথা উল্লেখ করেছেন।

পরিচয়:

১. আল-কানি' (الْقَانِعَ): যে ব্যক্তি অভাবী হওয়া সত্ত্বেও মানুষের কাছে হাত পাতে না, যা পায় তাতেই তুষ্ট থাকে অথবা নিজের বাড়িতে বসে থাকে (চায় না)। এদের খুঁজে বের করে দিতে হয়।

২. আল-মু'তার (الْمُعْتَرَّ): যে ব্যক্তি অভাবী এবং সে সাহায্য পাওয়ার আশায় সামনে এসে দাঁড়ায় বা চায়। অথবা যে ব্যক্তি নিজেকে প্রকাশ করে সাহায্য প্রার্থনা করে।

হুকুম:

কোরবানির গোশত খাওয়ার নির্দেশ দেওয়ার পর আল্লাহ বলেন, "তোমরা নিজেরা খাও এবং কানি' ও মু'তারদের খাওয়াও।"

---

৫৯. আল্লাহ তায়ালার বাণী "انك لعلى هدى مستقيم"-এর অর্থ কী? (ما معنى قوله تعالى " انك لعلى هدى مستقيم " ؟)

উত্তর:

ভূমিকা: কাফেরদের বিরোধিতার মুখে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে সান্ত্বনা ও নিশ্চয়তা দেওয়ার জন্য আল্লাহ এই আয়াত নাজিল করেন।

অর্থ ও ব্যাখ্যা:

إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ অর্থ: "নিশ্চয়ই আপনি সরল পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছেন।"

১. নিশ্চয়তা: কাফেররা নবীজিকে পথভ্রষ্ট বা জাদুকর বলত। আল্লাহ কসমের সুরে বলছেন, আপনিই সঠিক পথে আছেন।

২. হুদাম মুস্তাকিম: ইসলাম বা কুরআনের পথই হলো সেই সোজা পথ, যাতে কোনো বক্রতা নেই এবং যা জান্নাতে পৌঁছে দেয়। নবীর দাওয়াত ও কর্মপন্থা যে নির্ভুল, তা এখানে সত্যায়ন করা হয়েছে।

---

৬০. জিহাদ শব্দের অর্থ কী? আল্লাহ তায়ালার বাণী "حق جهاده" দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? (ما معنى الجهاد؟ وما المراد بقوله تعالى " حق جهاده ؟ ")

উত্তর:

ভূমিকা: জিহাদ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা, যা কেবল তলোয়ারের যুদ্ধ নয়, বরং ব্যাপক অর্থের ধারক।

জিহাদের অর্থ:

'জিহাদ' (الجهاد) শব্দের অর্থ হলো প্রচেষ্টা চালানো, সাধনা করা বা সর্বশক্তি নিয়োগ করা।

শরিয়তে, আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য জান, মাল ও জবান দিয়ে সর্বাত্মক চেষ্টা করাকে জিহাদ বলে।

হাক্কা জিহাদিহি-এর ব্যাখ্যা:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ অর্থ: "এবং তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করো, যেমন জিহাদ করা উচিত।"

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো:

১. ইখলাস: জিহাদ হতে হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, কোনো পার্থিব স্বার্থ বা লোকদেখানোর জন্য নয়।

২. সর্বাত্মক ত্যাগ: নিজের নফস বা কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ, শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ—সবই এর অন্তর্ভুক্ত। নিজের সবকিছু উজাড় করে দিয়ে দ্বীনের খেদমত করাই হলো 'হক জিহাদ'।

---

৬১. আল্লাহ তায়ালার বাণী "ما قدروا الله حق قدره"-এর দ্বারা উদ্দেশ্য কী? (ما المراد بقوله تعالى " ما قدروا الله حق قدره " ؟)

উত্তর:

ভূমিকা: মুশরিকরা আল্লাহর পরিবর্তে দুর্বল মূর্তির পূজা করে আল্লাহর শানের বেয়াদবি করেছে। এই আয়াতে তাদের সেই ভুলের নিন্দা করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য ও ব্যাখ্যা:

مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ অর্থ: "তারা আল্লাহকে যথাযথ মর্যাদা দেয়নি।"

১. অসম তুলনা: তারা মহান স্রষ্টা আল্লাহর সাথে এমন সব তুচ্ছ বস্তুর (মাছি বানাতে অক্ষম মূর্তি) তুলনা করেছে, যা আল্লাহর মর্যাদার সাথে চরম উপহাস।

২. ক্ষমতার অজ্ঞতা: তারা আল্লাহর অসীম ক্ষমতা (কুদরত) সম্পর্কে অজ্ঞ। যদি জানত আল্লাহ কত শক্তিশালী, তবে তারা কখনোই কাঠ বা পাথরের মূর্তির সামনে মাথা নত করত না।

৩. আহ্বান: বান্দার উচিত আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্ত্বকে হৃদয়ে ধারণ করে কেবল তাঁরই ইবাদত করা।